

বিষয়বস্তুঃ সূরা নাস

জুমাদাল উলা মাসের দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৪ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হিজরী, ৯ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৭৬

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ
 النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ *
 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ * صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উলা মাসের ১৪ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা সূরা নাসের তাফসীর করব, ইনশা আল্লাহ। এটা কুরআন মজীদের শেষ সূরা। সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরার মধ্যে মোট ৬ টি আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** “ হে নবী!

আপনি বলুনঃ আমি মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি।”

إِلَهِ النَّاسِ “মানুষের **مَلِكِ النَّاسِ** “যিনি মানবজাতির মালিক।”

মা'বুদ।” **مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ** “ যে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়

ও আত্মগোপন করে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।”

الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ “ যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের

মনে।” **مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ** “ সে জিনজাতির মধ্য থেকে হোক

অথবা মানুষের মধ্য থেকে।” এ পর্যন্ত সূরা নাসের তরজমা

শেষ হল।

এবার আমরা তাফসীর লক্ষ্য করিঃ

আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মধ্যে নিজের তিনটি মহৎ

গুণ উল্লেখ করেছেন এবং তা দ্বারা মানুষকে শয়তানের

কুমন্ত্রণা ও শয়তানমার্কী মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয়

প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা যে

তিনটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করেছেন, তা হলঃ (১) **رب الناس** তিনি আল্লাহ হলেন মানবজাতির রব। (২) **ملك الناس** তিনি মানুষদের বাদশা। (৩) **اله الناس** তিনি মানুষের মা'বুদ।

رب শব্দের অর্থ পালনকর্তা। অর্থাৎ, যিনি কাউকে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে তার জন্য সবরকম প্রয়োজনের ব্যবস্থা করেন ও তাকে পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে দেন, তিনি হলেন 'রব'। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা কেবল মানুষের রব নন, তিনি সমস্ত মাখলূকের রব। সব কিছুকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের সমস্ত প্রয়োজন তিনিই মেটান। তবে মাখলূকের মধ্যে মানুষ যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ, সেজন্য এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে “মানুষের রব” বলা হয়েছে।

এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার আরও দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ বলা হয়েছে, তিনি মানবজাতির

মালিক ও মানুষের মা'বুদ। আল্লাহ তায়ালা প্রথম তিন আয়াতে নিজের এ তিনটি গুণ উল্লেখ করে চতুর্থ আয়াতে কুমন্ত্রণা প্রদানকারী শয়তানমার্কী জিন ও ইন্সানের অনিষ্ট থেকে হিফায়তে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এর মানে হল, যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে পালিয়ে যায়, তার ক্ষতি থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। এ আয়াতে **الوسواس** শব্দের অর্থ হল, যে খুব প্রচুর পরিমাণে কুমন্ত্রণা দেয়। কুমন্ত্রণা মানে, এমন উস্কানি মূলক খারাপ কথা, যা কানে তো শোনা যায় না, তবে মনের মধ্যে সে কথার খারাপ প্রভাব পড়ে। মানুষ শয়তানের কোন আওয়াজ শুনতে পায় না। কিন্তু সে মানুষের মনে বিভিন্ন ভাবে গোনাহর কুমন্ত্রণা দেয়।

الخناس শব্দটির মানে হল, যে শয়তান লুকিয়ে পড়ে,

আত্মগোপন করে। তার মানে, শয়তান মানুষের মনে উস্কানি দিয়ে পালিয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায়। আর যখন আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়, তখন শয়তান মানুষের কল্‌বের দিকে অগ্রসর হয় এবং কুমন্ত্রণা দেয়। এ সম্পর্কে আমরা দু'টি হাদীস লক্ষ্য করিঃ

প্রথম হাদীসঃ মুসনাদে আবী ইয়া'লার ৪৩০১ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَسَسَ،

وَإِنْ نَسِيَ التَّقَمَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ

শয়তান মানুষের কল্‌বে নিজের ঠোঁট লাগিয়ে বসে থাকে। যদি মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে সে সরে যায়।

আর যদি আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়, তাহলে শয়তান মানুষের কল্বকে খাদ্যের লোকমার মত গ্রাস করে ফেলে। আর এ ধরনের শয়তানই হল **الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ**

দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি জায়গা আছে। একটি জায়গায় ফেরেশতা ও অপর জায়গায় শয়তান থাকে। মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায়। আর যখন যিকির করে না, তখন শয়তান নিজের ঠোঁট লাগিয়ে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। 'হিসনে হাসীন' কিতাবের ৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি লেখা আছে।

মিশকাত শরীফের ২২৮১ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় 'মিরকাত' কিতাবে লেখা আছে, এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ !

শয়তান কীভাবে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমাকে দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন। তিনি দেখতে পান, শয়তান মানুষের বাম কাঁধের হাড়ের নীচে বসে আছে। মশার মত লম্বা শুঁড় আছে। কল্বের পাশে সেই শুঁড় বসিয়ে কল্ব পর্যন্ত শুঁড় পৌঁছে দিচ্ছে। যখন লোকদেরকে আল্লাহর যিকির করছে, তখন সে সরে যাচ্ছে এবং কুমন্ত্রণা দেওয়া বন্দ করছে। আর মানুষ যখন আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল হচ্ছে, তখন শয়তান শুঁড় বসিয়ে তার মনে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! আল্লাহ তায়ালা সূরা নাসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলেছেনঃ **الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ** “যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।” **مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ** “জিনজাতির মধ্য থেকে হোক অথবা মানুষের মধ্য থেকে।” এ আয়াত দুটি দ্বারা বোঝা গেল যে, জিনেরা যেমন মানুষের মনে

কুমন্ত্রণা দেয়, অনুরূপভাবে একশ্রেণীর মানুষও এমন আছে, যারা কুমন্ত্রণা দেয়। অর্থাৎ, কিছু মানুষ এমন আছে, যারা লোকদের সাথে এমন কথা বলে বা এমন কাজ করে, যার কারণে অন্য লোকের মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। যার ফলে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়।

কোন কোন মুফাস্সির বলেছেনঃ এ আয়াতে মানুষের কুমন্ত্রণার মানে হল, স্বয়ং মানুষের নিজের নফসের কুমন্ত্রণা। কারণ, শয়তান যেমন মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, তদ্রূপ মানুষের নাফসও মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে নফসের ধোঁকা থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিয়েছেন।

সুনানে তিরমিযীর ৩৩৯২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রযিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি সকাল সন্ধ্যা

একটি দুআ পড়ার কথা শিখিয়েছিলেন। সেই দুআটিতে শয়তান ও নফসের ধোঁকা থেকে আল্লাহর কাছে হিফাযত প্রার্থনার কথা বলা আছে।

সূরা নাসের ফযীলতঃ

সূরা নাসের ফযীলত সম্পর্কে আমরা দু'টি হাদীস লক্ষ্য করিঃ প্রথম হাদীসঃ হযরত আবু সাঈদ (রযি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার আগে বিভিন্ন রকম আমল করে জিন ও মানুষের বদনজর থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দু'টি পড়ে আল্লাহর কাছে সবরকম অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং অন্যান্য আমলগুলি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ হাদীসটি সূনানে তিরমিযীর ২০৫৮ নম্বরে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় হাদীসঃ সূনানে আবু দাউদের ১৪৬৩ নম্বর

হাদীসে হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রযি) বলেছেনঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ‘জুহুফা’ ও ‘আবওয়া’ নামক জায়গায় চলছিলাম। এমন সময় ঝড় ও গাঁড় অন্ধকার আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে আরম্ভ করেন এবং আমাকে বলেনঃ হে উকবাহ ! তুমি এ সূরা দু’টি দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাও। কোন আশ্রয়প্রার্থী এ দু’টি সূরার মত অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাইতে পারে না।

ঈমানদার ভাই সকল ! আমি এর পূর্বে সূরা ফালাকের তাফসীরে বলেছিলাম যে, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সূরা দু’টি নাযিল হয়েছিল ইয়াহূদীদের বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আজ সূরা নাসের তাফসীরের সমাপ্তিতে এই ইয়াহূদী জাতি সম্পর্কে দু’চারটি কথা বলে আমাদের তাফসীরের

ধারাবাহিক পর্ব সমাপ্ত করব।

মনে রাখবেন, পৃথিবীর মধ্যে ইসলামের তথা বিশ্ব মানবতার মহাশত্রু হল, ইয়াহুদী জাতি। এরা বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ জাতির মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে কম। কিন্তু এরা শয়তানীতে এক নম্বর। গোটা পৃথিবী এদের প্রকৌশলে অগ্নিগর্ভ। অথচ পৃথিবীতে এদের একটি মাত্র দখলকৃত দেশ রয়েছে। যার নাম হল, ইজরাঈল। বর্তমান এরা নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর কী নির্মম অত্যাচার করছে, তা আমাদের জানা।

হিটলার ইয়াহুদীজাতির গণহত্যার পর সামান্য কিছু ইয়াহুদীদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। হিটলার বলেছিলঃ আমি যদি ইয়াহুদজাতিকেই বিলুপ্ত করে দিই, তাহলে পরবর্তীতে মানুষেরা এটা উপলব্ধি করতে পারবে না যে, আমি কেন এদেরকে গণহত্যা করলাম। তাই এদের কিছু মানুষকে রেখে গেলাম, যেন পৃথিবী যুগে যুগে এদের শয়তানী ও বদমায়েশি দেখে আমার হত্যাযজ্ঞের মূল কারণ বুঝতে পারে।

ভাই সকল ! ইয়াহুদীদের পূর্ব পুরুষেরা বহু নবীকে পর্যন্ত শহীদ করেছে। বর্ণিত আছে এরা একদিনে ৭০জন নবীকে শহীদ করেছিল। এই ইয়াহুদীরাই বহুবার আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা যতবার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, ততবার মহান রব্বুল আলামীন নবীজিকে হিফাযত করেছেন।

সীরাতে ইবনে ইসহাকের ৩৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, চতুর্থ হিজরীতে বীরে মাউনার যুদ্ধের পর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যার ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য ইয়াহুদীদের ‘বনু নাযীর’ গোত্রের কাছে হাযির হয়েছিলেন। নবীজির সঙ্গে সে সময় হযরত আবু বকর, উমর ও আলী (রযি) ছিলেন। ইয়াহুদীরা নবীজিকে বলেছিলঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি এখানে বস। আমরা একটু পরামর্শ করে নিই। এই বলে তারা নবীজিকে একটি দেওয়ালের নীচে বসিয়ে বাইরে চলে গেল। বাইরে গিয়ে তারা দেওয়ালের উপর থেকে একটি ভারি পাথর ফেলে নবীজিকে হত্যা করার

ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা জিবরাঈলকে পাঠিয়ে নবীজিকে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনায় চলে আসলেন। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে হিফাযত করেছেন। এ হল ইয়াহুদীদের শয়তানীর একটি দৃষ্টান্ত।

অনুরূপভাবে, সন ৬ হিজরীতে খয়বরের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক ইয়াহুদী মহিলা নবীজিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারীর ২৬১৭ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস বিন মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে। সেই বিষ এত তীব্র ছিল যে, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছেন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রযি) বলেছেনঃ এমনকী মৃত্যুর সময়ও নবীজি সেই বিষের প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিলেন। এটা ইয়াহুদ জাতির শয়তানীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এভাবে সপ্তম হিজরীতে লাবীদ বিন আ'সাম নামক ইয়াহুদী যখন নবীজিকে কালা জাদু করেছিল, তখন রীতিমত আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে হিফায়ত করার জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সব রকম ক্ষতি থেকে হিফায়ত করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأُخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

প্রচারেঃ মুফতী নাজীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিয়াহুল্লাহ

হাফিয় আবু যার সাল্লামাহুল্লাহ

মাস্তার আশিক হকবাল

আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com